প্রদ্যোৎদা

প্রদ্যোৎদা

৩১.৮.১৯০৫ — ৩১.৮.২০০৫

শ্রীঅরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ কালচার
৩, রিজেন্ট পার্ক। কলকাতা ৭০০ ০৪০

PRADYOTDA — An anthology of writings on Shri Pradyot Kumar Bhattacharya

Published by Shri Ranjan Mitter
Sri Aurobindo Institute of Culture

প্রকাশ :
২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

প্রকাশক :
রঞ্জন মিত্র । কর্মসচিব। শ্রীঅরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফকালচার
৩, রিজেন্ট পার্ক কলকাতা ৭০০ ০৪০

মুদ্রক :
অরিজিৎ কুমার । টেকনোপ্রিন্ট
৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন । কলকাতা ৭০০ ০০৬

TO, MY DEAREST DAD

On his centenary, First
loving Pranam to The Mother
with gratitude, love and
Deep regards with
loving Pranams to Dad.

Gargi
31.8.2005

সূচি

আমাদের Daddy
সলিলা ঘোষ 5

প্রদ্যোৎদা
মনুজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 8

স্মৃতিচারণা
অমল সরকার 10

স্মরণে নয়, জীবনে
রঞ্জন মিত্র 12

Pradyot Kumar Bhattacharya (PKB)
R. Prabhakar 14

Remembering Daddy on His Centenary
Kanta 26

Extracts of Letters from Daddy to Rathindra **28**

Extracts of letters from Daddy to Joyadi **29**

আমাদের Daddy

সলিলা ঘোষ

আমাদের Daddy আজ শতবর্ষ পূর্ণ করলেন। আমরাও সকলে আনন্দে পরিপূর্ণ হলাম। শ্রীমা বোধহয় Daddy-কে আনন্দলোক থেকে এনেছিলেন আমাদের সকলকে আনন্দ দেবার জন্যেই । কত ভালোবাসা যে পেয়েছি তা প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই। একদিন Daddy- র বসার ঘরে আমরা সকলে যথা — গার্গী, কান্তা, জয়া , রাখী, খুকুদি, রথীনবাবু, সকলে বসে আছি। উনি মিঙ্কুদিকে বলেছেন গোলাপ ফুলে মালা দেখেছো । এরা হ'লো এক একটি গোলাপ ফুল, আমার গলার মালা।

কী যে একটা স্নেহাকর্ষণ ছিলো আমাদের প্রতি সেটাই বলবো। প্রতি মাসে কলকাতায় আসতেন কাজের জন্যে যেমন D.C.P.L. Electricity Board ইতাদির জন্যে। এসে Great Eastern Hotel-এ থাকতেন , আমরা দুজনে ভোর ছ'টায় ওঁর কাছে গিয়ে পৌছাতাম। একসঙ্গে চা খেতাম , প্রণাম করলেই আশীর্বাদ করতেন দীর্ঘজীবী হও। পরে যখন মা ওকে 'লক্ষ্মী হাউসে' থাকার ব্যবস্থা করলেন তখন আমরাও লক্ষ্মী হাউসে যেতাম। সে সময় অরুণদা (অরুণ ঠাকুর) লক্ষ্মী হাউসের দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন। কী যে ভক্তি করতেন Daddy-কে তা বলার নয়। একটা ঘটনা যেমন আমরা 'লক্ষ্মী হাউসে' বারান্দায় বসে ওঁর সঙ্গে কথা বলছি , হঠাৎ অরুণদা উঠে গেলেন। একটু পরে কী দরকারে উনি বললেন অরণকে একবার ডাক তো, আমি গিয়ে দেখি উনি নিবিষ্ঠ মনে Daddy-র একজোড়া জুতো নিয়ে পালিশ করছেন। আমি ডাকছি হুঁশ নেই। কাজে মন এতই নিবিষ্ট। Daddy- বলতেন সাধন , ভারতী আমার ছেলে -বৌ আর আমরা সকলে ওঁর মেয়ে, রথীনবাবু ডাঃ ঘোষ জামাই আর নাতি তো ঐ একটাই বাবুয়া কী যে ভালোবাসতেন ওকে তা বলার নয়।

পন্ডিচেরীতে থাকাকালীন দুবেলা ওঁর সঙ্গে খেতে হবে কোনো ওজর আপত্তি চলতো না। খুব ভালোবাসতেন উওর — কলকাতার সন্দেশ খেতে। আমি যখন যেতাম বেশি করে নিয়ে যেতাম। নিজে যে কতটা খেতেন জানিনা কিন্তু যে আসবে তাকে ঐ সন্দেশ খেতে হবে।

কী ঘটা হতো ওঁর জন্মদিনে , কত লোক যে আসতো সারাদিনে, খাওয়া দাওয়া প্রচুর হতো।

সারাদিন গার্গী হিম্ সিম্ খেয়ে যেতো আমরাও অবশ্য ওকে একটু সাহায্য করতাম।

একবার কলকাতায় থাকাকালীন একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন কিছুদিন 'সেবায়নে' ছিলেন, সে সময় সাধনদা, ভারতীদি, অজিতদা এবং আরও অনেকে ওঁকে দখতে আসতেন। জয়া প্রত্যহ রাত্রে ওঁর কাছে থাকতো।

একদিন অজিতদা ওঁকে দেখে ফিরে যাওয়ার সময় আমাকে বলছেন সলিলা তোমার Nursing Homeএ Radiate করছে। সত্যি কী যে আনন্দে আমরা ছিলাম তা বলার নয়। উনি সুস্থ হয়ে লক্ষ্মী হাউসে ফিরে যাওয়ার পরদিন মেট্রন আমাকে বলছেন নার্সিংহোমটা কী রকম যেন খালি হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। অথচ সবই তো আমাদের ভর্তি। Dr. Sanyal-ও অসুস্থতার জন্য কিছুদিন 'সেবায়নে' ছিলেন সেসময়ও ঠিক এরকম মনে হয়েছিলো। এমনই এঁদের পরিব্যাপ্তি ছিলো।

এঁরাই হলেন স্থিতপ্রজ্ঞ. ধন্য 'সেবায়ন' ধন্য আমরা সকলে , যাঁরা ওঁকে এত কাছে পেয়েছিলাম।

কত যে স্মৃতি সবই আমার হৃদয়ের মণিকোঠায় পরিপূর্ণ হয়ে আছে, এক এক সময় যখন ঘটনা স্মৃতির পটে ভেসে ওঠে কী যে ভালো লাগে তা বলার নয়।

শ্রীমা যখন দেহ ছেড়ে দিলেন আমরা খবর পেয়েই সকলে চলে এলাম পন্ডিচেরী। ভারতীদি, সাধনদা, আরও অনেকে। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা গাড়ি আশ্রমে না গিয়ে আমাদের ওঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুললো, উনি সিঁড়িতে নেমে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। হাসছেন। ভারতীদি কেঁদে উঠলেন, উনি বললেন একী তুমি কাঁদছো, কেন মা কোথায় গেছেন? নিজের হৃদয়মন্দিরে একবার চেয়ে দেখোতো ? তোমার হৃদয়সিংহাসনে বসে আছেন। অন্তর তোমার জ্যোতিতে পরিপূর্ণ, দেখ একবার। শেষ যে বার কলকাতায় যান ফেরার সময় আমাকে বলেছিলেন 'তুমি' আমার সঙ্গে চলো একবার কিন্তু, মা (শাশুড়িমা) আপত্তি করলেন বললেন এই তো তোমরা জন্মদিনে যাবে এখন যেও না। পরে সেই গেলাম উনি চলে যাওয়ার খবর পেয়ে। যে ঘরে ওঁর দেহ ছিলো সেই ঘরের যে কী অপূর্ব পরিবেশ ছিলো কী বলবো যেন একটা প্রশান্তিতে ঘরটা ভরে আছে।

আমরা দুজনেই ওঁর প্রত্যেক জন্মদিনে উপস্থিত থাকতাম এবং শ্রী মায়ের চরণে প্রণামী পাঠাবার সময় একটি করে প্রার্থনা ঐ সঙ্গে পাঠাতাম—তার মধ্যে কয়েকটি নীচে দিলাম।

আমরা এখানে এসে settle করার জন্যে ওঁর কাছে অনুমতি চেয়েছিলাম — উনি বললেন না তোমরা তো মায়ের সেবাই করছো , যেমন দর্শনের সময় এবং জন্মদিনে এখানে আসছো সেইরকমই আসবে। ১৯৭০ সালে 'অরুলীলা' য় আমরা গৃহপ্রবেশ করলাম , নলিনীদা open করলেন, ধ্যান এবং প্রসাদ বিতরন হলো। Daddy-ই এই বাড়ি করিয়েছিলেন — D.C.L.- কে দিয়ে Plan করেছিলেন- এই বাড়িটি দেখাশোনার দায়িত্ব উনি গার্গীর ওপর ভার দিয়েছিলেন। ১৯৯১ সাল থেকে আমরা কলকাতার পাট উঠিয়ে ওখানেই এসে চিরকালের জন্যে বসতি পেতেছি — এমন স্বর্গতুল্য জায়গা ছেড়ে কোথায় যাবো।

আমি একটু অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমার গুরুভাইবোনেরা অনেকে বললেন চিন্তা করো না তুমি শিগগিরি ভালো হয়ে যাবে — আমি বললাম শ্রীমায়ের কোলে তো বসে আছি আমার আবার কিসের চিন্তা, এখন কেবল ভগবানের নাম গান করে আনন্দে থাকা। ভগবান নারদকে বলেছেন-

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুন্ঠ যোগীনাং হৃদয়ে নচ
মদভক্তায়ত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামী নারদ

ভগবান আরও বলেছেন -

অন্তকালে চমামেব স্মরণ মুক্তা কলেবরম
য: প্রয়তি সমদ্ভাবং যাতি নস্ত ঐ সংশয়

আমাদের Daddy তো মাময় হয়েই থাকতেন দেহান্তে তিনি শ্রীমায়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে আছেন সে বিষয়ে আমাদেরও কোনও সংশয় নেই।

আজকের এই শুভ দিনটিতে Daddy-র চরণে আমাদের শত সহস্র প্রণাম জানাই।

শ্রদ্ধায় পুলকে আজি
করি প্রণিপাত
কৃতজ্ঞতায় পরিপ্লুত
হৃদয় আমার ॥
পথ প্রদ্যোতিত করিতে মোদের
তব প্রতিভূ যে সদা প্রদীপ্ত
সে যে সদা প্রশান্ত, সদা প্রপন্ন
সদা প্রবৃত্ত তব প্রকীর্তিতে।

৩১শে আগস্ট ১৯৭৫

মাগো

তোমার চরণ প্রান্তে পৌঁছানোর জন্য
যে সেতু আমাদের জন্য তুমি বেঁধে দিয়েছো
যে দিশারীকে দিয়েছো তুমি পথ নির্দেশিতে
আজ ৩১ শে আগস্ট তাঁর শুভ জন্মদিনে
তোমার শ্রীচরণে আমাদের সমবেত প্রার্থনা জানাই
সেই তুমি -ময় মানুষটির জন্যে-
আমাদের জন্যে তাঁর পরিশ্রম যেন সার্থক হয়
এই প্রার্থনা তোমার শ্রীচরণে।

৩১ শে আগস্ট, ১৯৭৩

মাগো

যাঁর অপত্য স্নেহে
অকৃপণ পরিশ্রমে—
মোরা তোমারে জেনেছি
তোমারে চিনেছি
তোমারে পেয়েছি, হৃদয় মাঝে।
মোরা সমবেত হয়ে করি প্রার্থনা সবে
আজি তাঁর জন্মদিনের প্রাতে।
বারে বারে যেন, শতবার আসে—
এ শুভ দিনটি ফেরে—
তব কৃপাশীষ লয়ে শীতে।

৩১শে আগস্ট ১৯৭৪

প্রদ্যোৎদা

মনুজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এমন একটি ব্যক্তি সম্বন্ধে লিখতে বসেছি যাঁকে পরিমাপ করার ক্ষমতা আমার নেই। আজও নেই যখন তাঁকে দেখছি তিরিশ বছর আগে তখনও ছিল না। তবু এই বছর তাঁর জন্মশতবর্ষ — তাঁকে বিশেষভাবে স্মরণ করা ইচ্ছা জাগে। কারণ তিনিই শ্রীঅরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ কালচারের প্রাণপুরুষ।

এই প্রসঙ্গে আমি আরও একটু পিছিয়ে যেতে চাই। পঞ্চাশ -এর দশকে স্বর্গত অরুণ ঠাকুরের বালিগঞ্জের সুইনহো স্ট্রিটের বাড়ীতে শ্রীমার একটি centre ছিল- MOTHER'S CENTRE-সেই বাড়ির সামনের মাঠে March Past হত। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের Play Ground -এর অনুসরণে। সেই

March Pastএ প্রদ্যোৎদা Flag-hoisting করতেন। উনি তখন কলকাতার বিখ্যাত গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে উঠতেন। পরবর্তীকালে ঐ MOTHER 'S CENTRE বন্ধ হয়ে যায়. কিন্তু শ্রীমার কর্মধারা বন্ধ হবার নয়। তা বয়ে চলে তার নিজের নিয়মমতো। যেন সমুদ্রের ঢেউ। অনবরত চলে। শ্রীমা বোধহয় বুঝেছিলেন যে তাঁর ঐ দুই কৃতী সন্তানকে তিনি অন্যভাবে গড়তে চান কোন প্রতিষ্ঠানের মধ্যমে। তাই ১৯৬৮ সালে জন্ম নেয় শ্রীঅরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ কালচার ৩, রিজেন্ট পার্কে। অরুণ ঠাকুর বলতেন ৩ তাঁর খুব প্রিয় সংখ্যা। ৩,সুইনহো স্ট্রিট থেকে ৩, রিজেন্ট পার্ক। তাঁর জন্মও মার্চ মাসে বছরের তৃতীয় মাস. তাঁর তিন ছেলে, অরূপ, জয়, বরুণ।

১৯৬৮ সালে আবার যাত্রা হলো শুরু। প্রদ্যোৎদা ও অরুণ ঠাকুর। অরুণ ঠাকুরকে মা থাকতে বললেন শ্রীমাকে উৎসর্গীকৃত ৩ , রিজেন্ট পার্কে। প্রদ্যোৎদাকে মা বললেন কলকাতায় গেলে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল না উঠে ঐ বাড়িতে উঠতে। এই দুই ব্যক্তিত্বের যুগলবন্দীর সুর যেন ভেসে ওঠে শ্রীঅরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ্ কালচারে। ঐখানে বসে ধ্যান করার সময় (বিশেষত দর্শনের দিনে) মাঝে মাঝে ঐ বাড়ি থেকে কোকিলের ডাক ভেসে আসে। পাখিটি যেন বলছে তোরা কে কোথায় আছিস্ এখানে আয় এই পবিত্রভূমিতে। সুইনহো স্ট্রীটের বাড়ির অপূর্ণ কাজ মা পূর্ণায়িত করলেন রিজেন্ট পার্কে মা-র নিজের বাড়িতে প্রদ্যোৎদাও অরুণ ঠাকুরের মাধ্যমে।

এর পরের ইতিহাস সবার জানা। জন্ম নিল স্কুল — অরুণ নার্সারি স্কুল। যে বীজ বপন হলো সেদিন তা মহীরুহে পরিণত হলো। স্কুল Affiliated হলো — Future Foundation স্কুল। এই স্কুলের Affiliated হওয়ার পেছনে প্রদ্যোৎদার ভূমিকা অনস্বীকার্য। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু পরিদর্শন করে গেলেন এই স্কুল।

আর একদিনের ঘটনা — মিটিং হচ্ছে শ্রীঅরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ কলচারে। কলকাতার কোনো একজন বিশিষ্ট নাগরিক মন্তব্য করছেন — আপনারা কী করতে চান এই বাড়িতে ? তিনি ছিলেন নৈরাশ্যবাদী। কারণ তখন এই Centre এতো বড়ো হয়নি। প্রদ্যোৎদা উওর দিলেন — 'যেটা করতে চাই সেটা হবে কিনা বলুন'- অর্থাৎ Positive Thinking -স্বামী বিবেকানন্দের কথা। প্রদ্যোৎদা পরবর্তীকালে Centre কে বড়ো করে তুললেন ছোট চারাগাছ থেকে। শ্রীমার স্বপ্ন সফল হলো প্রদ্যোৎদার মাধ্যমে।

West Bengal State Electricity Board, DCL, DVC ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের বহু প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার তাঁর কাছে আসতেন। ভগবানের মতো তাঁকে দেখতেন, অফিসের ব্যাপারে, পারিবারিক ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ নিতেন, অনেক সমস্যার কথা বলতেন। প্রদ্যোৎদা খুব ধৈর্যসহকারে তাদের কথা শুনতেন, চেষ্টা করতেন তাদের উদ্বুদ্ধ করতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের আদর্শে।

সত্যি কথা বলতে প্রদ্যোৎদার সান্নিধ্যে এসে অনেকেই শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের ভক্ত হয়ে শ্রীমার আদর্শকে বিচ্ছুরিত করছেন চারপাশে। এই প্রসঙ্গ আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করব — DCL -এর শ্রী সাধন দত্তের কথা। সাধনদা যেন প্রদ্যোৎদার মানসপুত্র। প্রদ্যোৎদা যেন সাধনদাকে গড়েছেন তাঁর নিজের মতো করে। প্রিন্স আনোয়ার শাহ্ রোডে শ্রীঅরবিন্দ সেবাকেন্দ্র সাধনদার সৃষ্টি-পেছনে রয়েছে প্রদ্যোৎদার আশীর্বাদ। প্রদ্যোৎদার দৈবিক স্পর্শ সাধনদাকে করছে আশ্রমমুখী। আর প্রদ্যোৎদার পিছনে রয়েছে শ্রীমার আশীর্বাদপুষ্ট হস্ত। প্রদ্যোৎদা সত্যি মায়ের ধারক, বাহক, আশ্রমের ট্রাস্টি বোর্ডের যোগ্য লোক।

পরবর্তীকালে জয়াদি, এবং বর্তমানে রঞ্জন, শ্যামলদা ইত্যাদি সবাই এই শ্রী অরবিন্দ, শ্রীমার কর্মধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে । এই চলার শেষ নেই । এঁরা কেউই ভবিষ্যতে থাকবে না, যেমন নেই প্রদ্যোৎদা, অরুণ ঠাকুর, জয়াদি, কিন্তু সমুদ্রের স্রোতের মতো এই কর্মধারা অনন্তের দিকে এগিয়ে যাবে, আমাদের পথ দেখাবে।

প্রদ্যোৎদার জন্মশতবর্ষে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

স্মৃতিচারণা

অমল সরকার

গঙ্গাজল দিয়ে গঙ্গাপূজা করার রীতি প্রচলিত আছে। পরমশ্রদ্ধেয় ড্যাডির কথা দিয়েই ড্যাডির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

প্রথম দেখা ১৯৭৫ সালের মে মাসের কুড়ি তারিখে কলকাতা বিমানবন্দরে। জয়াদি পরিচয় করিয়ে দিলেন। চমকে উঠলাম। ভাবলাম ইনি কে? মুগ্ধ হলাম এক সৌম্যদর্শন যোগীপুরুষকে দেখে, যাঁর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় "চক্ষু ফ্যাল্-ফেলে, মন সর্বদাই স্বৈরেতে আত্মস্থ।" পরনে পরিপাটি সুযট-টাই। হাসিখানি দারুন মিষ্টি। মাথায় একরাশ ঘন রুপালি চুল. প্রথম দর্শনেই তিনি আমাদের আপন করে কাছে টেনে নিলেন। নিয়ে গেলেন মধ্যমগ্রামে এক সুন্দর গৃহে। গৃহ বললে ভুল হবে , নিয়ে গেলেন দেবালয়ে। অত্যন্ত শান্ত ও মনোরম পরিবেশে তাঁর সঙ্গে অনেক কথা হলো। সবশেষে ড্যাডি বললেন "দেখ বাপু, তুমি যদি তোমার ছেলেকে তোমার মনের মতো মানুষ করতে চাও, তাহলে তোমাকে নিজেই পথ দেখতে হবে। তোমার ছেলের সামনে আদর্শ রাখতে হবে। তোমার হয়ে অন্য কেউ তা করে দেবে না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম "আমি কী করে এই দুরূহ কাজ করবো?" তার উওরে ড্যাডি বলেছিলেন — "চেষ্টা করছো ? চেষ্টা করে দ্যাখো। শ্রী মা'র

আশীর্বাদ দিচ্ছি।" এই বলে উনি আমাকে শ্রীমার ব্লেসিংস-প্যাকেট দিলেন ও আমার ছেলেকে শ্রীমার একটি সুন্দর ছবি দিলেন। সেই হলো সূচনা।

ওঁর কাছ যাবার বা থাকবার আমাদের বিন্দুমাত্র যোগ্যতা ছিল না। অথচ পরম স্নেহে তিনি আমাদের কাছে টেনে নিয়েছিলেন এবং অঝোরে ভালবাসা ও করুণা বর্ষণ করে গেছেন। ওঁর ভিতর ভিতর দিয়েই আমরা মার কৃপা ও করুণা পেতাম।

ড্যাডির জীবনে ব্রত ছিল আমাদের মার কাছে নিয়ে যাওয়া এবং সব সময় মার কাছাকাছি রাখা। প্রায়ই বলতেন "আমি ভগবান দেখেছি। তাঁর সঙ্গে কথা বলছি , তাঁকে স্পর্শ করেছি। শ্রীমাই হচ্ছেন ভগবান।" বলতেন, "তোমরা ভাগ্যবান। পৃথিবীতে এখন সত্যযুগের সূচনা হয়েছে। ভগবানের সহযোগিতা করো। বিরুদ্ধ শক্তি ধ্বংস হওয়ার আগে মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাই চারিদিকে সারাবিশ্ব জুড়ে এই ভয়ঙ্কর অবস্থা। যারা শ্রীমাকে ধরে থাকবে, তারাই রক্ষা পাবে। নতুবা ধ্বংস অনিবার্য।"

কখনো ড্যাডিকে বক্তৃতা দিতে দেখিনি। তিনি আত্মপ্রচার পছন্দ করতেন না। যা বলতেন তা ঘরোয়া পরিবেশে নানা কথার মাঝে, হাসি ঠাট্টার মধ্যেই বলতেন বেশিরভাগ সময়। কিন্তু যে শুনতো সেই কথা, তার বিশ্বাস অতি অবশ্যই হতো এমনি ছিল তাঁর জোরালো বক্তব্য ও ব্যক্তিত্ব। বেশির ভাগ উদ্ধৃতি দিতেন তাঁর অতি প্রিয় গ্রন্থ শ্রী অরবিন্দের মহাকাব্য 'সাবিত্রী' থেকে আর শ্রীমায়ের নানা লেখা ও কথা থেকে। তাঁর মুখে "সাবিত্রী" পাঠ শুনে অনেকেই নিঃসন্দেহে উদ্দীপিত হয়েছেন এবং সেই স্মৃতি অনেকদিন স্মৃতিপটে জ্বলজ্বল করবে।

ড্যাডির কথা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতো। কতো কথাই না বলছেন। সব কথা বলে শেষ করা যাবে না এই স্বল্প পরিসরে বা সময়ে। আগেই বলেছি যে, ওঁর কাজ ছিল আমাদের শ্রীমার কাছে নিয়ে যাওয়া, শ্রীমাকে ভালবাসতে শেখানো এবং শ্রীমার কাজে নিয়োজিত করা বলতেন "মাকে ভালোবাসতে শেখো। মাকে ভলোবাসলেই মা কাছে আসেন। মাকে পেলেই তোমাদের সব চাওয়া-পাওয়া শেষ হবে'" বলতেন, "Be an Aristocrat. Don't ask for anything from anyone including the Divine." বলতেন, "সব বসময়ে মা'র কথা মনে রাখবে, মার প্রতি বিশ্বাস রাখবে -unshakeable faith এবং প্রার্থনা করবে "LET THY WILL BE DONE". বলতেন "আমার ডাক্তার শ্রীমা, ওষুধ faith". Harmony র ওপর খুব জোর দিতেন. আমাদের মধ্যে Harmony র অভাব ওঁকে খুব পীড়া দিতো। উনি ছিলেন সুন্দরের উপাসক। যা কিছু স্থূল, কুৎসিত তা উনি অপছন্দ করতেন চেঁচামেচি, হৈ-হট্টগোল তিনি সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু কাউকে কখনো মনে আঘাত দিয়ে কথা বলতে শুনিনি। অনেক জিনিস ওঁর খাওয়া বারণ ছিল অসুস্থতার জন্যে। একদিন দেখি এমনি একটি বারণ করা জিনিস খেতে দেওয়া হয়েছে এবং উনি সেটি বিনা দ্বিধায় খেয়ে নিলেন। পরে যখন আমি বললাম, "ড্যাডি আপনার ওটা খাওয়া কি ঠিক হলো ?" উনি উওর দিলেন "দেখো ভালোবেসে আমাকে খেতে দিয়েছে, আমি না খেলে ও কষ্ট পাবে; কী করে না খাই বলো !" এমনি ছিল তাঁর কোমল মন ও মহানুভবতা। আমরা যারা ওঁর খুব কাছে আসার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম তারা ওঁকে বুঝতে না পেরে ওঁর প্রতি অনেক অবিচার করেছি।

ড্যাডির মধ্যে দিয়ে আমরা শ্রীমার পরশ পেয়েছি। শ্রীমা'কে এইরকম ভালোবাসতে ও বিশ্বাস করতে আমি খুব কম লোককে দেখেছি। উনি আমাদের নবজীবনের দীক্ষা দিয়েছেন, জীবন আনন্দময় করে তুলেছিলেন। তিনি যা চাইতেন, তা যদি আমরা পারি তা হলেই বোধ হয় ওঁর প্রতি আমরা শ্রদ্ধা ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানাতে পারবো।

ওঁ আনন্দময়ী চৈতন্যময়ী সত্যময়ী পরমে।

স্মরণে নয়, জীবনে

রঞ্জন মিত্র

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পুডিচেরী দৈনন্দিন পরিচালনা করেন যে পাঁচজনের Board of Trustees, তারই অন্যতম Trustee প্রদ্যোতকুমার ভট্টাচার্য। Trustee শব্দের এই প্রসঙ্গে অর্থ বিশ্বস্ত সেবক- ভগবান যাঁকে বিশ্বাস করেছেন। প্রদ্যোতকুমার ভট্টাচার্য আবার শুধুমাএ Trustee নন, তিনি মায়ের মনোনীত Trustee.

প্রদ্যোতকুমার ভট্টাচার্য এই নামটি অত্যন্ত সশ্রদ্ধ ভালোবাসায় চিঠির খামের ওপর লেখা ছাড়া এই মহামানবকে আমি কিন্তু এই পরিচয়ে চিনতাম না। যাঁকে চিনি তিনি আমার বড়ো কাছের বড়ো আপন- আমার দাদু।

দাদু অবসর জিনিসটাই পছন্দ করতেন না। যে কয়েকটি ব্যাক্তিগত প্রার্থনার উওরে মা লিখেছিলেন Granted, তার অন্যতম ছিল যে চিরকাল যেন তিনি মায়ের সেবায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে পারেন। রেখেছেন তাঁর পার্থিব শরীরের লীলার শেষ দিন অবধি — ২২শে নভেম্বর ১৯৮৪। আর আজ তিনি যেখানেই থাকুন, তিনি মায়ের সেবায় নিশ্চয়ই ব্যাপৃত। অবসর, ছুটি তাঁর পার্থিব জীবনে কখনও আসেনি, এখনও আসবে না। মায়ের পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধিই যে তাঁর একমাত্র একান্ত কাম্য, তার আগে তো তাঁর ছুটি নেই।

দাদু আমাকে কেন কাউকেই "ভাষণ" দিতে ভালোবাসতেন না। লক্ষ্মী হাউসের নববর্ষের অনুষ্ঠানের ৫ মিনিটের স্বাগত ভাষণ কোনদিন ৬ মিনিটে গিয়ে ঠেকেনি। Good Morning কিম্বা Good evening এবং Thank you বলেই বহু ভাষণ শেষ করেছেন। কাউকে কিছু বলে শেখাননি, করে দেখিয়েছেন। আমাকে কিন্তু ছোটবেলায় একটি জিনিস বলে শিখিয়েছিলন। জীবনের উদ্দেশ্য — to serve the Divine. বলেছিলেন আমরা ভক্তি করতে পারি না, ধ্যান করতে পারি না, অনেক কিছুই পারি না কিন্তু ভগবানের সেবা এটা তো চেষ্টা করতে পারি।

দাদুর যে আরো একটি প্রার্থনায় মা Granted লিখেছিলন, সেটা মায়েরই Radha's Prayer। মা লিখেছেন :

"Every thought of my mind, each emotion of my heart, every movement of my being, every feeling, every sensation, each cell of my body, each drop of my blood, all, all is Yours, Yours absolutely, yours without reserve. You can decide my life or death, my happiness or my sorrow, my pleasure or pain. Whatever you do with me, whatever comes to me from you, will lead me to Divine Rapture."

আশ্রমের Trustee এবং লক্ষ্মী হাউসের Chairman হিসাবে দাদু করেছেন অনেক বিপরীত শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ, মায়ের তিনি প্রতিনিধি যোদ্ধা। একবার ১০-১২ বছর আগে ছবির album -এ দাদুর ছবির পাশে মায়ের একটি উদ্ধৃতি লাগিয়েছিলাম, দাদুকে পরে দেখাতে কিছু বললেন না, হাসতে থাকলেন :

"Truth is a strenuous and difficult conquest. One must be a real warrior to make this conquest, a warrior who fears who fears nothing, neither enemies nor death, for with or against everybody,with or without a body, the struggle continues and will end with Victory."

দাদুকে অনেকে বলেছে ধ্যানের পদ্ধতি বলে দিতে। দাদুর উত্তর সংক্ষেপ, সহজ অথচ শক্ত, 'মাকে ভলোবসো' এও বলেছেন, ভালবাসব বললেই তো বাসা যায় না, ভালোবাসাও ভগবানের কাছেই প্রার্থনা করে চাইতে হয়।

ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে দাদুর ভারতজোড়া খ্যাতি। অনেক উঁচু সাধনমার্গে বিচরণ করলেও অত্যন্ত বাস্তবঘেঁষা মানুষ। বৈজ্ঞানিক মানসিকতা। জীবনের শেষ দিন অবধি সক্রিয়ভাবে ইঞ্জিনিয়ারিং সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত থেকেছেন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করেছেন, কারিগরি সমস্ত প্রগতি সম্বন্ধে অবহিত থেকেছেন। শুধু তাই নয় প্রত্যেকটি ছোট-খাটো কাজকর্মে ছিল পদ্ধতি, ছিল ইংরেজিতে যাকে বলি love of detail. পরিচ্ছন্নতার প্রতি শুধু নজর ছিল বললে ভুল হয়, যে অপরিচ্ছন্নতা সকলের চোখ এড়িয়ে যেত, দাদুর চোখ কখনো এড়াতো না। আর কী সৌন্দর্যপ্রীতি! কী spirit of appreciation. প্রত্যেকটা ভালো জিনিসের তারিফ করার মধ্যেও যে একটা শ্লিপ আছে সেটা দাদুর মধ্যেই দেখেছি।

দাদু অত্যন্ত অল্প কথার মানুষ। কিন্তু মুখে যে হাসি চিরকাল দেখেছি তা হাসি নয়, যেন সদ্য প্রস্ফুটিত ফুল। নীরবতারও যে অপূর্ব ভাষা আছে তা দাদুর মধ্যে দেখেছি। অনেকক্ষন দাদুর কাছে নীরবে বসে থেকে আনন্দে ভরপুর থাকত চিত্ত, অকারণ কথার কোনো প্রয়োজন থাকত না।

আনন্দ, ভালোবাসার সাক্ষাৎ ভাবমূর্তি দাদু। আর আকুতোভয় চিত্ত। মায়ের সন্তান, (মা বলেছেন, ছবিও আছে। মায়ের বুকের সিংহ দাদু) যিনি পৃথিবীর এবং অন্তরীক্ষের কোনো কিছুকে ভয় পান না। তাঁর অন্তরে মনে এমনকী শরীরে নিরন্তর প্রকাশ পাচ্ছে মা থেকে উদ্ভূত অসীম শক্তি।

দাদুকে নিয়ে ফেনিয়ে সাহিত্য করব না কারণ সাহিত্যের ফেনানো কোনোদিন দাদু পছন্দ করতেন না বারবার আমাকে সে কথা বলেছেন. তবে কেনই বা লিখতে বসা ? এই কারণে যে দাদুকে সকলে স্মৃতির পাতায় ইতিহাসের খাতায় ভর্তি করতে চাইছে। মায়ের সিংহের এখনো ছুটি হয়নি। তিনি শুধু যে আমাদের সঙ্গে আছেন তাই নয়, দৃঢ় বিশ্বাস অল্প কিছুকালের মধ্যে তাঁকে মর্ত্যতনুতে দেখতে পাব। মনে পড়ছে মায়ের Hour of God -এর বজ্রনির্ঘোষ উচ্চারণ : Even if he seems to pass on the wings of the wind, he shall return. Nor let worldly prudence whisper too closely in thy ears. For it is the hour of the unexpected.

Pradyot Kumar Bhattacharya (PKB)

R. Prabhakar

All rivers big and small finally make it to the Ocean. This is the story of one such river that sprung up somewhere in Chottogram, coursed through many a distant land to merge into the Ocean at Pondicherry. Pradyot was that river. He would be a 100 years this year (2005).

As “chance”- at least that that is the term we use very casually — or as I suspect deeper causes and plans afoot long ago — would have it, another river bubbled up from the same area near Chottogram, meandered its way also through distant lands to arrive at the same estuary, to the same Ocean. This river is Nirodda — already a centurion. He is the scribe of our Lord, Sri Aurobindo. I speak of him, for his mightier pen has already recounted the story of Pradyot. Mine is only a retelling — I think such “stories” need to be retold. It is an attempt at paying tribute to Pradyotda for all he achieved and all he stood for. He was a willing instrument of the Mother on whom she wielded Her will.

Pradyotda was born on the 31st of August in the year 1905, in the Eastern parts of Bengal near Chottogram. He was from a well to do family consisting of father, mother, two elder brothers and Pradyot bringing up the rear (last but not least. In fact he was the “most”). The father was a very fine, understanding and kind man ready to help anyone. He was a worshipper of Kali — two traits passed on in good measure to his son P. The mother was...well a “mother” to all who came under “husband’s wing”. “The dawn shows the day” it is said — so it was with young P. (The meaning may be more clear as we proceed with the story).

P was an intelligent child and usually stood at the head of his class. In 1915, P was enrolled in the Govt. School at Chottogram. By “Chance” another young boy was also admitted in the same school, same class. He hailed from the rural areas with a more simple background, more inclined (than P) to sports. This boy was our Nirodda. So the two structures of their lives came together then (1915), went apart, confluenced often, and finally arrived at a common estuary one day to mingle with the ocean.

The colour of the “dawn” may be interesting and indicative. P’s father, though supposed to be an orthodox Brahmin, proved himself to be quite the opposite. He had a large open mind backed by an equally large heart. He took over the priest’s role when in a marriage ‘the (officitating) brahmin refused to play his role because the bridegroom had crossed “Kala Pani”

(i.e. the sea, to reach foreign lands). He did not fuss even when his son Pradyot took a Christian girl as wife. Her name was Rani. Again when Pradyot, due to unavoidable circumstances, brought a Muslim boy to his uncle's house during a 'yagna' there was no brahmanical storm raised. (Uncle too had a liberated mind). They considered a guest to be Narayana-and served him food. No wonder then Pradyot turned out to be what he was — we will see as we get along.

The two young boys Nirod & Pradyot studied together upto Matriculation and Intermediate, then went their different ways. Then again that 'chance' stepped in to wax their future steps in a suitable direction. Thus both, independently, thought of going ahead.

N. had not the means. His father was no more -but as he says this quixotic idea took hold of him. His niece was all set to go to England, but there was no escort for her. So N's guardian, i.e. the niece's father agreed to send N along with her (quite a 'chance')

P too had his difficulty. He had to have the help of a Tantric to get round his father and have his permission to go, cross the "Kala Pani". The two friends did not have an easy time over there, but they got through (The proverbial Scottish tight- fistedness had to be faced too). There came along another "chance" intervention. Dilip Kumar Roy went on a visit to Edinburgh and was once hosted by the two friends. Dilip K. Roy talked to them of Sri Aurobindo, and the interview he had with Sri Aurobindo. There and then was sown the seed of their Future. From that moment their lives were 'stamped and sealed' — by a Divine decree. (Was it only at that moment? OR….?). They both returned to India after concluding their studies (N in Medicine & P in Engineering). There was then another parting of ways.

Pradyot had to settle for a non-Government job as he was under a cloud in the British eyes, having participated in the Swadeshi movement. He settled for a job with TATA's in Jamshedpur for a salary of Rs 200/- per month. But he was meant for greater things (in the professional field). He rose by dint of his diligence, sincerity and an obviously brilliant mind capable of grasping and solving technical problems. To top all this, he had an innate understanding of ordinary human problems and developed a fraternal and later a paternal relationship with those around him — subordinates included. These qualities — academic and the 'living' ones — served him all the way, right to the top. He became the Chief Engineer at TISCO.

Nirodda had by now settled in the Ashram. He wrote to Pradyot to come to have the Darshan of the Mother and Sri Aurobindo. N kept trying to 'woo' P to turn towards them. He started by telling P to make a monthly offering to the Ashram, which P did but showed no deeper interest. Nirodda wrote to Sri Aurobindo "Is there any use communicating with him?" Sri Aurobindo replied : "I don't know; some people say that everything one does in this world is of some use or the other, known or unknown. Otherwise it wouldn't be done." Then something in P woke up, goaded him. He even wrote a Bengali poem to Sri Aurobindo for His perusal.- He commented "It has an obvious Tagorean influence as you say, but otherwise quite good". No

more poetry followed but P himself came, and when for the first time P stood in front of the Mother and Sri Aurobindo, he stood still too long, could not move away. Sri Aurobindo had to make a sign to set him moving.

There is a preceding episode or story that set me thinking if this was the first Darshan P had of the Mother ! Once P was taken along with the others of his family to Benares. He was not very keen, but he could not displease the father. He did not like the outward “rituals” gone through by most people. He went, but thought enough was enough and sat outside in the temple courtyard leaning against Shiva’s (Vishwanath) bull- Nandi, reading a newspaper. Then there appeared in front of him, a fair complexioned lady, just emerged from a Ganga-snan (bath in Ganga) clad in a white red-bordered sari, holding a ‘kamandalu’ (a small kettle-like pot carried by Sadhus). She stopped in front of P and said in a gentle but undisobeyable voice. “My son, take me to the temple”. P. somewhat startled : “Are you asking me? I am new here. You could ask someone else”. The lady persisted : “No, it is you I want.” Being a gentlemen, that too a Western trained one, P get up and entered the temple. Since he was in, he thought : “Might as well complete the job.” and lowered himself for a quick ‘pranam’. (What will the others say? was also a thought). When he looked up and around for the lady, she was nowhere! Years later when he recounted the incident to the Mother, she just smiled. P realised he had looked in vain “outside”. Maybe he should have looked inside.

Pradyotda’s visit to the Ashram became more frequent. He had some years back married the Christian girl Rani. She was by all accounts a gentle, sweet lady, cultured and motherly. (More about her later).

On one of P.’s visit to the Ashram, he caught Nirodda by surprise with a strange request. He said: “I want to exchange my pen with one of Sri Aurobindo’’s — one which He has used!” N hesitantly said “Well, I will ask the Mother.” Fortunate P- the Mother answered his prayer — he got the precious pen. By and by Pradyot’s contact with the Mother increased. He proved to be very receptive to Her, wonderful material for Her moulding — Plasticity is the word.

Pradyot changed his work — from Jamshedpur he went to Calcutta. Dr. B.C.Roy,then Chief Minister of West Bengal, recommended and had him appointed as Chief Engineer of West Bengal Electricity Development Directorate. This was in 1948. Till then a secret dossier (black book) on patriotic people kept by the British stood against him. But now it proved to be as Sri Aurobindo remarked : “That seems to be a qualification now”. He soon brought big changes in the Dept. As he was in Calcutta he came into contact with Pathmandir (run by some disciples of Sri Aurobindo). There too, as was his wont, he brought in great changes and order as its Vice-President. (Dr. Sanyal was its President. Later Pradyot became the President).

The DVC (Damodar Valley Corporation), a huge project, was started. Again Dr. B.C. Roy proposed Pradyot for the post of Chief Electrical Engineer. Now it was nearly a habit that whenever Pradyotda went, order and excellence prevailed. The biggest Power Plant in S.E.

Asia, the Bokaro Thermal Power Project, with very sophisticated technology, was part of this project. It was again P's magic touch that made possible such a creation. When Pandit Nehru went to inaugurate the Power House on 21st Feb, 1953 he exclaimed that it was beyond his imagination. Was the date of inauguration a coincidence?

Pradyoda was by now caught in the Mother's Gravitational Field.He could not escape. He consulted her every so often, sought her advice in many of his professional matters. On one such occasion the Mother was too busy. So she asked Nirodda to bring him to the Tennis Court with his papers. After a game, she sat on a chair near the baseline, with P. sitting at Her feet, the interview was on. The game had to stop. She saw a short movie of the Bokaro Power House the next day, with P's commentary.

Pradyotda consulted the Mother on matters of professional interest. Why? He knew that "matter" is not only matter. The engineers needed to drive in poles on the banks of the Ganga for some Electrical Project. They failed, as water gushed in and/or the banks gave way. They appealed to the Mother. She asked P : "Who are these people? Do they believe in the gods ? Have they worshipped Ganga Devi before they ventured on this Project? However, take this stone with you. Throw it into the water without anyone perceiving it." P did as told and all was well. A project was being planned, that would take P to France. He was ready, but sought the Mother's approval. She exclaimed, "Oh! he wants to go to France!" P. felt a note of disapproval in Her semi query. He cancelled his trip to France. She later explained the cause of Her disapproval. She said that it entails a lot of inner work for Her to protect the person against subtle influences of the dark forces which he would not be aware. He would have lost much of the spiritual refinement that he had received!

Pradyotda was yearning to come to the Ashram to do to the Mother's work. But at that point of time She said : "Who says you are not doing my work?" She commented aside, "What work befitting his position can I give him here?" A few years later she called both Dr. Sanyal and Pradyotda to the Ashram. They left friends, colleagues and position and came over to Her forces. The friends were bewildered. Dr. B.C.Roy had a hard time answering questions in the Assembly. He finally convinced them that there was nothing he could do- P was going to serve the Mother of Pondicherry Ashram. So commences Pradyotda's "Ashram Chapter".

The following is part of an interesting text written by Mr. C.D. Ayyar. He was one of Pradyotda's subordinates in DVC- a Superintending Engineer. Mr. Ayyar came out successful from the interview that landed him the job. He commented then that the most tricky and intelligent questions came from one handsome young man- who, he knew later, was Pradyot Kumar Bhattacharya (PKB). Mr. Ayyar served 33 fruitful years under PKB "till the Mother took him away."

Mr. Ayyar says that initially they could not understand him. Once they went in a batch to "have it out" with him. But they come out charmed and convinced by his explanations. From

then on they were only too glad to comply and collaborate. They knew PKB would never let them down, would shoulder the responsibility and/or blame. He says : “that was the golden era of DVC.” He even asserts that it was The Mother who took PKB to DVC and it is Her Grace that often made possible the impossible. Some of them bought books like Life Divine, Essays on the Gita, Synthesis of Yoga etc. but often found them beyond their comprehension. One day Mr. Ayyar visited PKB at his residence. PKB was reading Savitri. He told Ayyar also to read the book. Ayyar tried a few pages, but found the going tough. He said so to PKB — who told him to read on. That understanding is not necessary- it will come later.

In the seventies Mr. Ayyar faced great financial and professional difficulties. He wrote to PKB to seek the Mother’s help. The Mother was told and Mr. Ayyar was told that all would be well. Mr. Ayyar says: “The Mother saved me”.

In 1955 a large gathering of admirers and well wishers was at hand at Howrah Station to bid PKB farewell, PKB was on his way to his chosen Haven at Pondicherry.

I often saw Pradyotda when he came to Pondicherry, but it hardly concerned me or the commoners here. It was whispered in awe: “He is a great engineer, a big shot!” What I saw was a very short gentleman, always neatly dressed in either Western or Indian styles. He strode with big firm steps (I think they were a bit long for his height). Perhaps they reflected the inner man. He was a handsome man- that did not change much through the years. The full cheeks remained so. The eyes held a far away look, were clear and a happy smile hovered in them as also on the lips. A good strand of dark wavy hair completed the picture. This was what met the eye. A closer acquaintance and thought revealed a little more. My personal contact with him was not much, but I could yet say this- he never lost his temper, never even raised his voice, thereby, I believe, he could command, and control others or a situation for he had himself in control. In fact he once admonished his “daughter-guardian” Gargi, when she lost her temper and scolded the maid : “ How can you control others, when you have no control over yourself?” One felt he was always a step ahead or above (without stepping on anyone’s toes). I heard this also from others who worked with him. (They hardly felt they were working under him). He guided and led, did not just push. He was a leader. In this respect he was a “giant” housed in a small body. Go deeper if one could, and a greater giant would be revealed : a big vessel in a smaller vessel that was in the smallest vessels : how ? I will, for my part, recount at random some events and “true” stories and leave each one to work out her/his questions. (With a little help, of course)

Pradyotda lived in the “Council” House- It is a big beautiful place with a spacious terrace. The building, in older times, was the residence of the British Consul. The Mother chose this house of P. She had it renovated and furnished and named it “Council House”.

Soon after P settled here he was busy — Mother kept him so. He had at one time a huge on us laid on him by the Mother, when the Ashram was low on the financial front. She told P, “I have no money, I shall have to go to the Himalayas”.

(Pradyot) P — How much do you need Mother? How long will the crisis last ?

(Mother) M- I need 10 lakhs. Will you be able to give 5 lakhs at least ?

P- I shall try, Mother.

M- But how? If people become paupers as a result ?

P- What of that? What if they bust? Can anyone become a pauper on the score of offering money to the Divine?

M- No

P went and did his work. The people there went to great extents to offer whatever they could to the Mother. When he returned the Mother said : “I was thinking how you could go on such a bold venture. I looked into your Past and I knew”.

This is a story of a different kind. Once, a foreigner who had worked here long and faithfully wanted to return to his country. He was short of funds. He had a costly shawl. He wanted to exchange it with a good sum of money. I wouldn’t know how the Mother got involved. May be the man in question, a child of Hers was deserving the prize). She called P, started to unfold the shawl saying : “Look at this shawl, how pretty it is”. P read the motive and said : “Don’t unfold it, Mother. Tell me how much you want.” She replied : “Ten thousand”. He got Her the money. The lucky man should have reached home safe and happy.

After one of these trips, P came home and said to Gargi: “Now I can sit in my easy chair and enjoy rest.” Hearing of this, The Mother commented : “You can’t sit on an easy chair and change the world.” The chair was not so ‘easy’ after that. But from where and how did P get this Power? Sri Aurobindo writes in THE MOTHER : “when you ask for the Mother, you must feel that it is She who is demanding through you a very little of what belongs to Her and the man from whom you ask will be judged by the response. If you free from the money taint but without any ascetic withdrawal, you will have a greater power to command money for the divine work”. P fitted in very well to these conditions and so to the work.

Also The Mother once gave P what looked like an old Tibetan Coin with the figure of a coiled snake embossed on it, and also a talisman. She said : “Keep them with you. These will bring all the money you need”.

P — Mother, where lies the credit for me in all this. It is your Force which is doing everything. Anybody can be an instrument.

M — (smiling) It is so, but you can’t play piano on a log of wood.

It would be interesting, if each one for her/himself could introspect to find out whether she/he were a piano or a log !

There was a time when the Mother, seeing the political condition of the country, asked P if he knew of anyone who could be a leader, adding, “I want a man with your faith and a Kshatriya’s body”. It seems one such person did appear, came incognito, had an interview with the Mother. But, he did not want to enter the political field. He had had a strenuous, responsible job, and now he wanted a peaceful life.

A close friend of P’s relative was suffering from cancer. She prayed for Mother’s help. The Mother commented : “Cancer is no longer an incurable disease, but even after the cure a kind of malaise persists in some cases for quite a long time. One must be ready for it. For the cure what is needed is :

(1) In the case of a sadhak, he must remain calm and quiet and call down the Light on the diseased part.
(2) In the case of a Bhakta, he should be like a child and pray for relief.
(3) If one is an intellectual, one should busy oneself with some work so that the mind may not be preoccupied with the disease.
(4) For worldly people, they should also keep themselves busy.

P added- “I should say that since the disease is not incurable, they should serve the Mother and have trust in you.

M — That means surrender, that of course is the best.

More work and responsibilities, small and big in all varieties came crowding to sit on his shoulders. They seemed unending. First he was made a trustee of the Ashram, by the Mother in 1971. This in itself is “huge” work-quite a difficult organisational work — different from Bokaro or TISCO. But he was the Mother’s piano and had to tune some logs and pianos too, to the note struck on him by the Mother — quite a strange orchestra to lead! He had also to lead the TCC (Technical Co-operation Committee) and the ACC (Agriculture Co-operation Committee), on his hands two great organisations.

Pradyotda had also to lead, advise, cajole and often provide and nearly conjure up funds and personnel. One was the DCPL. (Development Consultants Private Ltd.) which was already a functioning company with Mr. S.C.Dutt as its Head. Great relationship developed between S. C.Dutt and Pradyotda — such that S.C.Dutt came to be known as P’s ‘Manasaputra’. Pradyoda was nonplussed when one day the Mother told him: “I saw a vision that you are building country after country and I told you ‘you are indeed busy”. He understood this vision later when DCPL had work ordered from Japan, America, Middle East etc. All this was possible because of P’s commitment, sincerity and leadership with always the Mother overseeing and blessing. Those working with him looked up to him with love and respect. They took him to be a demi-god.

Along with DCPL came Lakshmi's House- a big palatial building(at Regent Park, Kolkata) offered by a devotee Lakshmi Devi. The Mother wrote : " We will call it 'Lakshmi's House' and it will be the "Home of Grace". Arun Tagore started a Kindergarten. The Mother named it Arun Nursery School. (Arun Tagore was the Family Attorney of Lakshmi Devi. He was more, an ardent devotee of the Mother). The Nursery was but a start. Sri Aurobindo Institute of Culture was started and things were developing fast. Arun Tagore suddenly passed away. The work had to go on. The area was large and expenses were increasing.

These were difficult times. with possibilities of closing down — but Pradyotda vowed to keep it going at any cost saying : "Don't you know the Mother Bhagawati has called this the Home of Grace? How could you think I would give it up so long as life remains in me?" After Pradyotda's passing away responsibility was taken up by Joya Mitter — a woman of great strength and faith. She was like a daughter to Pradyotda — a god-gift to the Institute.

"Have a firm faith in the Mother, love her deeply, dedicate your life in Her service" was Pradyotda's motto. He lived by it and wanted others to follow it. His was an amazing life that started when Dilip Kumar Roy nearly 80 years ago lit that spark when he met Pradyotda and Nirodda in Scotland and set the Power Plant in motion. It is running still, discharging an unseen power supply to many an Institute, industry and individual — indeed to any who care to plug on.

The Mother gave, I think, a particular importance to Birthday Cards that she gave people who went upto Her. Much can be gathered about Pradyotda from those she gave him. A perusal of them is quite a revealing story of a Mother and child. I just quote some along with some messages she sent him.

1. Bonne Fête! to Pradyot with my love and blessings for a happy and everlasting Collaboration (31.8.63)
2. Bonne Fête! to Pradyot with love and blessings. For the strength to fulfil his mission (31.8.67)
3. "Her single will opposed the cosmic rule (SAVITRI)" and She added in Her own hand "Pradyot, is it this you wanted?"
4. Pradyot my dear child. I need you as my instrument, and you will remain so. Be very quiet — endure with courage. I am with you, in love and in victory. (7.5.67)
5. Bonne Fête to Pradyot with love and blessings for the blossoming of his consciousness in the Divine Consciousness. (31.8.71)

The Mother often gave Pradyotda cards with a lion of them. One particularly is interesting. It depicts a full maned lion crouching along with many other animals — deer, rabbit, leopard, dog, goose and even a lamb lying on the lion's outstretched paws. I think it is a reproduction of an old painting. What is interesting is that the Mother wrote at the bottom of the card: "A symbolic image of your action."

For Pradyotda's birthday in 1966, Mother instructed Champaklal to prepare a card with Her picture, signifying "Realisation". and on the left side of the picture where the heart would be,

to fix a lion's head there (at the heart). She gave him the card. Pradyotda took it that she had kept him close to Her heart. He got some more too with the 'Lion' theme.

I hear The Mother had other "lions" — and Pradytda was, it would seem, one of that tribe, all ready to do Her bidding.

Something more about what Pradyotda stood for and what principles he lived by may be gleaned from the off hand remarks or advice he pronounced (mostly to Gargi).

When someone was sulking for some trivial reason — "One's own feeling 'bad' — is it so important that one spoils the atmosphere?"

He said: "People blame in ignorance. They praise in ignorance, so nothing to be taken seriously".

"Listen more than you speak. Before you speak, see the word, you are going to utter."

"Be aristocratic, give whatever you can give. Ask for nothing from anybody, even from me."

"I could change this pain into exultation. If it continues then it will be something. But later in the night he said: "This time it is not possible." (This was the night he passed away)

The Mother had also remarked about him — to him.

"You do not suffer from 'amour proper"-to him.

You do not suffer from 'amour propre'." and again : "when you report, you become transparent, I see people speaking through you. You are one of the few who say things without colouring them"

Such comments from the Mother, his (Pradyotda's) questions to Her and the works she entrusted him with are too many — their number and nature would crumble most men. The vast field they cover only further boggles the mind. Yet I would risk another short conversation, they had (Mother & Child):

P — you have asked us to help you. How can I help you ? What am I to do ?

M — To concentrate and open to receive the New Progressive Consciousness, to receive new things that are coming down.

P — Someone has asked, "I have accepted the Mother as the Divine ;has she accepted me?"

M — It is the Guru who accepts or rejects. I am the Mother.

One day the Mother asked Pradyotda : What do you want?"

P — I want you.

M — It is not easy.

P — I don't ask for easy things.

The last reply of his seems to me quite superfluous. I can't recollect in or outside this story anything easy that he got-except the easy-chair that he dreamt of but did not get to use. It mattered little to him, for he was always curled in her arms close to Her heart or allowed to rest

his weary head on Her feet. He did not ask for more, he only took what she gave — such was his motto.

Do I need to say or write anymore? But it is customary to end with an end. So I will — but with a side — that this need not be THE END. The Great Work is not over. Workers will be called back after answering the Heavenly Roll Call and a signature on old Chitragupta's register.

Moreover the story would be somewhat incomplete without some more mention of the other three women in Pradyotda's life.

2nd RANIDI - As already mentioned, Ranidi was a devout Christian. She had some hesitations to come to settle here. She had an idea that the Ashram is the home of numerous Sadhus! and if Prayotda settled here and became a Sadhu, it would be a great loss to the country. But after a few visits she changed her views. She and Pradyotda came over for good. The Mother told Ranidi that she wanted her to be happy here.

Ranidi suffered from a tumour in the uterus and also cataract in one eye. Her husband was quite concerned. He did not like to see anyone around him suffer. The Mother did not like the idea of operating on the tumour. It was decided that the tumour had to go without an operation — and it did disappear! The cataract proved to be more adamant. It developed into glaucoma. Mother advised Ranidi to be quiet. One night Ranidi had a fall. Gargi who was already a member of the household looked after her. Pradyotda was often away.

One evening Ranidi complained of back pain. It was thought it was muscular. But the same night-the 22nd of Nov. 1962 she had a heart attack and she passed away at 11 pm Pradyotda was away at the time. He was informed by telegram.

Prayotda returned and for a while shattered — but soon his calm returned. He composed himself and went up to the Mother and bared himself to Her and said: "Mother, I leave her with you". The Mother replied : "Not with me. She is in me. You are in me. The whole universe is in me."

Later Pradyotda recalled this meeting and said: "Mother has shown me Her Vishwaroopa. How blessed am I. The Divine has revealed His Swarupa to me".

3rd GARGI — It was a 'chance' meeting (again this dogged chance that brought Gargi to Pradyotda's household as his 'daughter' (Manasaputri). Gargi & some friends happened to be having a stroll on the Beach Road when Pradyotda was doing the same. He enquired of these Ashram girls about their life here. The conversation took on a more candid turn during which Gargi revealed that she sorely missed her father's love and was praying to the Mother for it. She felt a sort of 'rapport' with Pradyotda and wrote to the Mother on his birthday. Mother told Pradyotda: "Gargi calls you 'Daddy'. She is not keeping well. She can have her food at your place." Ranidi too was glad to receive her — so grew Pradyotda's family. Gargi fitted in well and

proved herself to be a true daughter of the house. She served and took care of Ranidi till she breathed her last. She then continued serving Pradyotda. She played hostess to the numerous friends and visitors who dropped in and was a constant help to him. He brought her up, taught her and guided her in her life here.

On one of his birthdays, Mother gave him a card which said: “From Gargi to her Daddy — with my blessings.”

The year 1984 was coming to a close. Pradyotda returned from Kolkata. He was not keeping good health. Joya Mitter accompanied him. He was here on the 17th of Nov. — met Nirodda as it was his (Nirodda’s) birthday. He could not attend Nirodda’s birthday party — he excused himself as he was not well. The doctors advised him not to climb any stairs. On the 22nd, Joya & Gargi were in close attendance as he showed signs of general malaise. He was given drugs for heart-pain. So was not in pain when Nirodda called on him. But he said, “If the pain recurs at night, I don’t know if I shall be able to bear it.” Then he stretched out his hand and gripped Nirodda’s. This was strange as it was Nirodda who said, “Sahib, give me your hand”. It proved to be a farewell to bonds nigh 70 years old.

4th Joya Mitter- I knew next to nothing about her till other day (so to say). Now I know a little but after a short sojourn of days at the Home of Grace (Kolkata). She was Pradyotda’s close associate, friend, daughter and collaborator. She had imbibed much of Pradyotda’s faith, and strength to follow relentlessly her ideals & aims to the end. She developed an insight and a far-sight to carry on the work of the Institute after Pradyotda’s passing. She took up the reins without slackening them. She was a god’s gift to the Institute.

I recently witnessed Joya’s work — in and for the Institute and also out of it for al l- the world at large and for posterity. She must have moved mountains and cut through bureaucracy to reestablish Sri Aurobindo’s name, and awaken sleeping and lethargic minds to take note of Kolkata’s old glory. This work that she took was to commemorate any place, nook or corner (house, hiding place,jail etc.) that Sri Aurobindo had been to, with a marble plaque with the event, date and some other details etched on it. She has got the plaques stuck on walls or even on the footpath of the location. This would be a hard job anywhere, but doubly so in Kolkata (to move apathetic or hostile officials in the Govt. Depts. could be maddening).

I know nothing more about the great lady, but this is enough for me to salute her. She too has departed this world, after expending all her energies here, to move on to a brighter and (I suspect) a less crowded world for rest and a rejuvenation.

22nd November 1984 — That night Pradyotda allowed Gargi to spoon feed him (3-4 spoonfuls). Joya too was present. He stretched out and gave a hand each to Gargi & Joya. They did not understand then that it was a farewell gesture. He then said he would rest. Joya

went out. Gargi sat in the bedroom near Mother's photo. She slipped out once to close a door. She returned to find him a bit restless and seemed to be looking for something or someone. Gargi approached him, his lips moved to say something inaudible — and then he breathed his last while Gargi touched his feet saying: "Baba — 'Ma' bolo 'Ma'". The great River merged into the Ocean.

I would rest my pen here. When more can I say — for this is only a story retold. Yes, I think it is worth the retelling. This effort is not just to bring back to mind a great man from the past to admire him. It is more to know that there is much to learn, to emulate and rouse ourselves from our 'easy chairs', to pray for the difficult things. We are sure to get what we deserve and more for it is, SHE, THE MOTHER who presides and watches over us.

SHE can fashion a piano out of a log — IF the log consents — Surrender to Her Love. Maybe the 'easy-chair way'.

Remembering Daddy on His Centenary

Kanta

It is not possible to express in words what true life is. It is to be lived. Daddy truly lived, therefore he still lives although the material body is no more.

All those who came to him, by contagion, by bathing in the atmosphere of Peace, Joy, Purity and Presence of The Mother that radiated from him always, found meaning to their lives. They learnt to live beautifully. They aspired and worked and are still working to live more and more like him. That is living in The Mother, by The Mother and for The Mother.

This is our Daddy whom we always remember with sweetness and gratitude. His presence encouraged the best to blossom out in us. All the embroideries I did for The Mother, he helped me in selection of right colour combinations in the designs. He had a fine artistic sense.

Daddy had a most harmonious personality — a perfect blend of the highest culture of the East and the West.

He was a perfect gentleman to the tip of the toe. The Mother praised him for many qualities : “You are an angel of Patience — you do not suffer from ‘amour propre’ — you are one of the few who says things without colouring…..” and so on. As Nirodda was close to Sri Aurobindo, Daddy was close to The Mother. She joked with him.

On one occasion when he told Nirodda what The Mother had said to him. Nirodda exclaimed with delight — “Here is Sri Aurobindo’s humour!”

He was a perfectionist with a vast vision and understanding and one felt a great power present behind. The Mother had said to him that she wanted India to be governed by a man of ‘his understanding and the hody of a (Kshatriya) warrior. Yet he was so simple and child-like and full of humour! A man of few words, he expressed hardly any affection and yet one felt, in his atmosphere, bathed in deep goodwill, love and tenderness; and each person felt and even said “Daddy loves me most” and some said, “I am the most

loved person in my family but I never had the Love I receive from Daddy". Children, young, old all felt at ease with him.

He had the inward gaze, that is, he looked from inside out. So his eyes looked very different. One of his colleagues wrote behind his photo — "Dreamy Eyes"

Once an old lady visited us with her two grandchildren. Back home she overheard the two boys' conversation and narrated it to us:

A — (Bhadro loker chokhe dékhéchhish?) Have you seen the gentleman's eyes?

B — Phantastic!

He used to read to us poems of Rabindranath Tagore. He had a very fine, clear, and powerful voice and he read beautifully. Some of the poems and many lines here and there have remained engraved in my consciousness. Poems like these:

"Amar matha nata jore dao…"

"Kato ajanere janayle Tumi…"

ending with "Shabare milaye Tumi

Jaguite chho Dekha jeno sada pai"

"Je din Tomaye hridaye bhoriya daki"

and many more have become helpful and precious companions. He used to read 'Savitri' too. His voice still rings in the ears bringing the atmosphere of those days.

There is much much more that can never be expressed in words… Our gratitude, infinite gratitude to The Sweet Mother for having given us such a Wonderful Daddy! Pranam Sweet Mother! Pranam Daddy!

Extracts of Letters from Daddy to Rathindra

2.7.1983

যখন কোনো মানসিক কষ্টের কারণ ঘটে, মনে করো কত ভাগ্যবান তুমি। ভগবানের দর্শন , স্পর্শ পেয়েছো, যার জন্য যোগীরা জীবনভর সাধনা করে, ভগবানের সাক্ষাত পেলে মনে করে সিদ্ধি হয়েছে।

এখন আমাদের জীবনে দুঃখের স্থান নেই। আনন্দে মাকে প্রকাশ করা।

বাবা

31.5.1982

You have been provided boon by the Mother what few on earth get ; that is, you will realise the Divine. I have that in writing from the Mother.

Meanwhile do whatever is now being given to you to do. These will be according to the Mother 's wishes.

28.7.80

Physical tiredness is not unexpected but can be overcome if it is not supported by mental tiredness. Mental tiredness is a horrible attack by the ego. Do not let the Ego block the Grace.

It is the Mother who is giving you the responsibility which was previously not yours. Accept and do your best and you will realise the Mother.

11.3.77

আর জীবনের শেষে মা হাত ধরে তুলে নেবার ইচ্ছা কেন ?

জীবন থাকতে থাকতে নয় কেন ? ভাল থেকো।

8.1.77

নিজের জন্য না ভেবে, সমস্ত সুখ দুঃখ মায়ের ওপরে ছেড়ে এবং অন্যের সঙ্গে harmony রেখে চললেই, আনন্দে থাকতে পারবে, কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে না।

Extracts of letters from Daddy to Joyadi

17.8.68

মা মিনিট দুয়েকের জন্য দর্শন দিয়েছেন। শরীর অসুস্হ নয়, রূপান্তরের ক্রিয়া চলছে, মাঝে মাঝে বড়োই কষ্টকর। এখন কয়েকদিন কারোর সঙ্গে দেখা করছেন না।

14.11.68

কিছুদিন থেকেই মনে হচ্ছে , কত মানুষ জীবনে একবার ভগবানকে দেখে বর্তে যায়। আর আমরা কতবার দেখেছি, তবু মানুষ-পশুই রয়ে গেলাম ! কী পদার্থে তৈরী আমরা জানি না।

2.9.69

বিশ্বাস রেখো, ভয় করো না। বিশ্বাস আর ভয় একসঙ্গে যায় না। মায়ের রোগ সারাবার পথ বিশ্বাসের মাধ্যমে।

23.6.71

মন খারাপ করো না; মন খারাপ হলে depression আসে এবং সেটা hostile force কে ডেকে আনে।

25.11.1970

তুমি আমার মেয়ে , আমি তোমার বাবা, এই আমি জানি অনেকদিন থেকে।

24.7.71

সম্প্রতি ভগবান আছেন পৃথিবীতে, মানুষের সঙ্গে. উদ্দেশ্য মানুষকে ভগবান করা। এই উদ্দেশ্য আমাদের সফল করতেই হবে।

14.8.71

দর্শনে আসতে পারনি বলে মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্য কিছুই নয় যদি দর্শনের অনুভূতি কাল তুমি এখানে না এসেও মধ্যমগ্রামে পাও।

18.8.71

দর্শনে আনন্দ পেয়েছ, মায়ের জন্য আকুতি অনুভব করেছ, খুব ভালো কথা। এ অত্যাবশ্যক। কিন্তু পারোতো সমস্তটা ভিতরে রেখো। এমনকী চোখের জলও পড়বে না। বাইরে থেকে কেউ জানতে পারবে না, ভিতরে কী হচ্ছে. ধীর স্থির চেহারা দেখে, কেউ কিছু টের পাবে না।

20.9.70

এলে খুব ভালো, না এলেও মনে দুঃখ রাখবে না, যেখানে দুঃখ, সেখানে ভগবান থাকেন না।

11.10.71

মাকে ধরে থাকলে , মা ধরে থাকেন। দুঃখ চলে যাবে , আসবে আনন্দ, শান্তি ও শক্তি।

27.11.71

ভগবানকে পাবার অনেক উপায় আছে। একটা হচ্ছে "remember and offer"

14.12.71

এ সময়ে আমাদের দরকার মায়ের উপর জ্বলন্ত বিশ্বাস। আর মন খারাপ করবে না। ওতে stress হয়, stress and strain-এ প্রাণে, মনে শান্ত অনাবিল ভাব থাকে না, এবং প্রাণে মা কী বলছেন শুনতে বা অনুভব করতে পারা যায় না। তাই এবারে আমার যাওয়া হলো না বলে মন খারাপ করো না। মায়ের যা ইচ্ছা তাই হোক, এই হবে আমাদের ইচ্ছা।

18.12.71

মন খারাপ করা কেন খারাপ জান? Negative বলে। Positive আনন্দকে বাধা দেয় আসতে। তাই মন খারাপ করবে না। এবং এ খারাপ ভাবকে প্রশ্রয় দেবে না। মুখে বলে বা চিঠিতে লিখে ওকে জীবিত রাখবে না।

26.10.72

মানুষের ভেতরে, ভগবান আছেন অথচ মানুষ টের পায় না কেন? উত্তর খুঁজতে খুঁজতে একদিন জানলাম ভগবান থাকলেও তাঁকে জানা যায় না, যদি না ভালোবেসে সমর্পণ করি নিজেকে। প্রথম কাজ নিজের ভেতরে ভগবানকে উপলব্ধি করা, তাহলে জীবন সহজ হয়ে যায়।

6.1.73

২৫শে মা French-এ message দিয়েছেন। ইংরেজি অনুবাদ হয়েছে শুনেছি। এখনও পাইনি। অর্থ হচ্ছে -
We will demonstrate to the world that all can be a true servant of the Divine. Will you collaborate?

7.1.73

২৪শের ইংরেজি message কাল নীরদ দিয়েছে। তাই পাঠাচ্ছি। এতে মা ডাকছেন
"Who will collaborate in all sincerity?" আর জোর দিয়েছেন sincerity-র উপর ।

10.2.78

শ্রীঅরবিন্দ Physically তোমার বাড়িতে গিয়েছেন। খুবই সৌভাগ্যের কথা। খুব কম লোকের জীবনে এটা ঘটেছে। এর প্রভাব তোমার জীবনে মূর্ত হয়ে উঠুক, এই প্রার্থনা।